রাজশাহী: ৫ই আগস্ট ২০১৮

সেলিম রেজা নিউটন

শিক্ষার্থীদের সড়ক-আন্দোলন

ডু ইট ইওরসেল্ফ বনাম হিংসা, গুজব ও ক্ষমতা



গত ২৯শে জুলাই ২০১৮ থেকে “নিরাপদ সড়ক চাই” আন্দোলনে নেমে আসলে কী করছেন শিক্ষার্থীরা? বিপ্লব-টিপ্লব কিছুই না। সরকার বদলানো তো প্রভু বদলানোর মতোই ফালতু। “সেল্ফ ম্যানেজমেন্ট” বলে একটা কথা আছে। শিক্ষার্থীরা সেটাই শুরু করেছেন। জেনে অথবা না-জেনে। বুঝে অথবা না-বুঝে। তবে অজানা অবুঝ আন্দোলন যে এ নয়, সেটুকু দেখাই যাচ্ছে। আমাদের মুখস্থ জানা-বোঝার বাইরে পথ চলেছেন এঁরা— স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা।

এই যে কোনো প্রকার হুজুরতন্ত্রের আশায় বসে না-থেকে, ধর্ণা না-দিয়ে, কর্তব্য-করণীয় কাজটুকু সরাসরি নিজেরা করতে শুরু করে

দেওয়া—অ্যানার্কির পরিভাষায় একেই বলে ডাইরেক্ট অ্যাকশান।[১] আবার কখনো কখনো বলে DIY— ডু ইট ইওরসেল্ফ[২] (Amster, 2012 ৫ম অধ্যায়; Shantz, 2009: 20)। হ্যাঁ, সেল্ফ ম্যানেজমেন্ট জিনিসটারই উনিশ শতকীয় নাম ছিল অ্যানার্কি। আজকের যুগের ভাষায় একে অটোনমি-ও বলে। স্বশাসন বলে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বলে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন আত্মশক্তি, সমাজশক্তি। রাজনীতি ও সরকার-

[১] গত শতকের আশির দশকে জেনারেল এরশাদের আমলে শিক্ষার্থীদের সামরিক শাসনবিরোধী মিছিলে "অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন" বলে একটা জ্বালাময়ী স্লোগান ছিল। মূলত জাসদ ছাত্রলীগ দিত এ স্লোগান। আর দিত ছাত্রদল। কখনো আমরাও দিয়েছি তখনকার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে। এটা একটা কমন স্লোগান ছিল। কিন্তু সে ছিল নিতান্তই স্লোগান। তাতে উত্তেজনাই প্রকাশ পেত, বড় জোর কখনো কখনো মারামারি-পাল্টাপাল্টির প্রতি আগ্রহ। "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" ধারণাটার মর্ম-সত্যের সাথে কারো কোনো পরিচয় ছিল না। আগ্রহ ছিল না। কৌতূহলও ছিল না। ও দিকে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সোহরাওয়ার্দি সাহেবের মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টে যে "ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে" ঘোষণা করেছিল, সেটাই ছিল কলকাতা-মহাদাঙ্গার সূচনা।

আসলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন কী জিনিস? মার্কিন অরাজক নৃতত্ত্ববিদ ডেভিড গ্রেইবারের বই থেকে একটা জায়গা তুলে দিচ্ছি। হুবহু দিলাম না। বড় বাক্য কাটছাঁট করে অনুবাদ করে দিলাম। উদ্ধৃতিটা গ্রেইবারের নিজের না, অ্যাক্টিভিস্টদের একটা বুলেটিনের। "ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলতে বোঝায় রাজনীতিবিদ বা আমলাদের মধ্যস্থতার প্রয়োজন অনুভব না-করে নিজেই বরং নিজের সপক্ষে কাজ করা। নীতি-বিবেককে অফিশিয়াল আইনকানুনের উপরে স্থান দেয় ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ... ব্যক্তি যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত, সে যে নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, এবং সে যে নিজের কাজকর্মের দায়দায়িত্ব নিজেই নিতে প্রস্তুত— তারই প্রকাশ আসলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন।" (Graeber, 2009: 201) এ বইয়ের "Direct Action, Anarchism, Direct Democracy" নামের অধ্যায়টা ভালো করে দেখার মতো। আরো দ্রষ্টব্য: Voltairine de Cleyre, 1912। তা ছাড়া উইকিডিপিয়ার "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" ভুক্তিটাও ভালো। বৃটিশ শাসকদের লবন-করের বিরুদ্ধে গান্ধীর ১৯৩০ লবন-মিছিল ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ভালো উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৬৩ সালে ১৬ই এপ্রিলে লেখা বার্মিংহাম জেলের চিঠিতে "অহিংস ডাইরেক্ট অ্যাকশন" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন (Martin Luther King, Jr., 2011)। তাঁদের সিভিল রাইটস আন্দোলনের ওপর গান্ধীর প্রভাব ছিল। ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে "অহিংস প্রতিরোধ"ও বলা হয়।

[২] "'নৈরাজ্য' কথাটার একটা মানে হলো: ডু ইট ইওরসেল্ফ (DIY)। কোনো গুরু হুজুর পুরুতঠাকুর এমপি সেক্রেটারি লেনিন লাদেন পীর মুর্শিদ গোঁসাই না

ধারণার বিপরীতেই বলতেন তিনি কথাগুলো। তাঁর কাছে 'আত্মশক্তি' মানে "নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তি"[৩]।

শাসকশ্রেণীর বিপদটা কোথায় টের পাওয়া যাচ্ছে কি? শাসকশ্রেণী ঠিকই কিন্তু টের পাচ্ছেন— গোটা শাসকশ্রেণী, সমস্ত রাজনৈতিক দল, থানা-পুলিশ-আমলাতন্ত্র, সবাই। পরিচালনা, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির দোহাই দিয়েই তো যত সব সরকারগিরি-শাসকগিরি চলে, তাই না? (যেহেতু জনগণ নিজেরা নিজেদেরকে চালাতে পারে না বলে শাসকশ্রেণীর প্রচার-করা গালগপ্পো এতকাল ধরে চালু আছে।) এখন সেই জনগণের ভাইটাল একটা অংশ যদি নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে শুরু করে এবং সেই সমাধানের দৃষ্টান্তমূলক অনুশীলন শুরু করে তাহলে তো সত্যিই বিপদ। এই বিপদ আওয়ামী লীগের একার না— গোটা সিস্টেমের, গোটা পলিটিক্যাল ক্লাসের।

সমাজে যখন সেল্ফ ম্যানেজমেন্টের ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর রাজপথে তার চর্চা শুরু হয় হাতেকলমে, তখন সেই সমাজে আর উঠতে-বসতে কর্তা-হুজুর

ধরে, নিজেদের কাজ নিজেরা করার নাম নৈরাজ্য। নৈরাজ্যের একটা মূল কথা হলো: মানুষ যখন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন, তখনই হুজুর কর্তৃপক্ষ মাতব্বর শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর, মানুষ যখন নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরাই সমাধান করতে শুরু করেন, তখন যাবতীয় মাতব্বরি ফালতু হয়ে যায়।" (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১ উদ্ধৃত: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩: ৫০-৫১) মোদ্দা কথাটা হলো: "মোড়ল নয়, মুরুব্বি নয়, মোল্লা নয়, মিডিয়া নয়, মতবাদ নয়: ডু ইট ইওরসেল্ফ। নিজের জীবন নিজের দখলে নাও।" (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫: ৪৫০)

[৩] মনে হয় যেন অ্যানার্কিস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বঙ্গানুবাদ। আগের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বারবারই আমি দেখেছি, স্বাধীনতা বিষয়ক ধ্যানধ্যারণার খাঁটি বঙ্গানুবাদ মানেই রবীন্দ্রনাথ। বাংলায় নৈরাজ্য নিয়ে লিখতে গেলে সবচে বড় সহায় রবীন্দ্রনাথ। এই উদ্ধৃতিটুকু তাঁর "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" রচনা থেকে নেওয়া। এ প্রসঙ্গে "মুক্তিপরায়ন রবীন্দ্রনাথ" নামে এক টুকরা আলাপ দেখা যেতে পারে এখানে: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩: ১৫৩-১৬০; এবং "বাহিরের কর্তা, স্বাধীন আত্মকর্তৃত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের অচেনা দাগ" নামে আরেক টুকরা আলাপ দেখা যেতে পারে এখানে: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫: ৪৪-৪৯।

গুরু-গোঁসাই পুরুত-ঠাকুর ডাকা লাগে না। কর্তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। আমাদের এখনকার রাষ্ট্রকর্তা-প্রভু আওয়ামী লীগ খুব ভালো করেই জানেন যে, এই শিক্ষার্থীরা সরকার বদলের কাজে নামেন নি, সিস্টেম বদলানোর কাজে নেমেছেন। প্রভুরা জানেন যে, এ জিনিস ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেওয়াটা তাঁদের জন্য তিন মিনিটের কাজ। সেটা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত না। সে পথ তাঁদের খোলাই আছে। যেকোনো সময় নামবেন তাঁরা প্রিয় সেই পথে। তাঁদের আতঙ্ক আসলে শিক্ষার্থীদের সেল্ফ ম্যানেজমেন্টের খোদ ধারণাটা নিয়ে, এবং তার অনুশীলন নিয়ে।

সেল্ফ ম্যানেজমেন্ট বা অ্যানার্কি বই পড়ে শেখার জিনিস না। তথাকথিত অ্যানার্কি-গুরুদের পিছন পিছন ঘুরেও শেখার জিনিস না। এ জিনিস প্রাকৃতিক। স্বাধীনতার মতো স্বাভাবিক। (জেনে অথবা না-জেনে। বুঝে অথবা না-বুঝে।) মানবজাতির লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস সে কথাই বলে। উনিশ শতকের ধ্রুপদী অ্যানার্কি-অনুশীলনকারীরাও বারবার, শত বার, একথাই বলে গেছেন (বলশেভিক অ্যানার্কিস্টদের[৪] কথা অবশ্য আলাদা। ও জিনিস নামে অ্যানার্কিস্ট, কামে বলশেভিক।) অ্যানার্কিই যে স্বাভাবিক বন্দোবস্ত, স্বতঃস্ফূর্ত সিস্টেম, সেকথা আবার প্রমাণ করলেন আমাদের আজকের স্কুল-শিক্ষার্থীরা। সত্যিই: "গভর্নমেন্ট ইজ ক্যাওস—অ্যানার্কি ইজ অর্ডার"। সরকারি মাৎসন্যায় থেকেই আসে অ্যানার্কির ধারণা, সেল্ফ ম্যানেজমেন্টের তাড়না।[৫]

---

[৪] "বলশেভিক অ্যানার্কিস্ট" কথাটা আমার চয়ন করা। মাখনোদের প্লাটফর্ম-সংগঠনের ইশতেহার (Makhno, 1926) পড়তে গিয়ে আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন খোদ লেনিনবাদী বলশেভিকদের লেখা পড়ছি যাঁরা অ্যানার্কিস্ট পরিভাষা ব্যবহার করে কথা বলেন। বিচিত্র! তার পরপরই যখন ইতালীয় নৈরাজ্যপথিক এরিকো ম্যালাতেস্তার প্লাটফর্ম-ধারণার পর্যালোচনা (Malatesta, 1927: 93-103) পড়লাম তখন দেখি ম্যালাতেস্তা ঠিক বলশেভিকদের ধ্যানধারণার সাথেই তুলনা করছেন মাখনোদের প্ল্যাটফর্ম-সংগঠনের ধারণাগুলোকে।

[৫] ডিসক্লেইমার: আমি 'অ্যানার্কিস্ট' নই, কেননা আমি উনিশ শতকে বাস করি

সুতরাং, সবাই উপদেশ-বর্ষণ, বাণী-বর্ষণ থেকে দয়া করে দূরে থাকেন। কারো উপদেশ নিয়ে এই শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামেন নি। তাঁদের সিদ্ধান্ত তাঁদেরকেই নিতে দেন। আর, যদি পারেন, শুধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান— সন্তানদের পথ ধরে রাস্তায় নামেন। নইলে অফ যান।

শিক্ষার্থীরা তাঁদের মতো করে ফিরে যাবেন হয়ত স্কুলে, পরিবারে, কিন্তু যে শিক্ষা তাঁরা রেখে যাবেন বাণী-বর্ষণ না করে, সেমিনার-টকশো না করে, সরাসরি কাজের মধ্য দিয়ে— তার পলি থেকে যাবে সমাজে বহুকাল।

সরকার বদলানো কিন্তু প্রভু বদলানোর মতোই ফালতু

আসলেই, সরকার বদলানো কিন্তু প্রভু বদলানোর মতোই ফালতু। ফেসবুকে সরকার উৎখাতের ডাক দিয়েছেন কোন বুদ্ধি-বিপ্লবীরা, আমি জানি না। দেখার সময় পাই নি। ওদিকে আমার মনও নাই। যাদের মন এবং চোখ শুধু ওদিকে যায় তাঁরা সম্ভবত এই সরকারের সুবিধাবঞ্চিত, অন্য সরকারের সুবিধাভোগী হতে চান। আর না-হয়, তাঁরা তামাশা দেখে মজা পাওয়ার আনন্দে মশগুল হয়ে আছেন (কেননা দেশে সুস্থ বিনোদনের সত্যিই অভাব, খোদ সুস্থতারও অভাব)।

কিন্তু এরই সূত্র ধরে, অন্য দিকে আছে সিরিয়াস, 'হে গম্ভীর' টাইপের সমালোচনা। জনাব গাম্ভীর্য বলছেন, "সমস্যাটা যে রাষ্ট্রের দুর্বলতার, কোনো সরকারের নয়, সেটা বোঝার পরিপক্কতা অভাব আবার দেখা গেলো"। এঁরা নিজেদের বিবেচনাবোধের সাথে গৎবাঁধা অভ্যাসের 'ভারসাম্য' বজায় রাখার চেষ্টা করছেন বোধ

না। আমি একুশ শতকের খোলাপথের মানুষ— স্বাভাবিক স্বাধীনতাপিপাসু একজন মানুষ। আমার বিশ্বাস আছে, মুক্তবিশ্বাস, কিন্তু আমার কোনো মতাদর্শ নেই। খোলাপথই আমার পথ। "আমি অরাজপন্থার মানুষ। অরাজ আমার পন্থা; স্বরাজ আমার স্বভাব।" (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫: ৪৭৮)

হয়। তাঁরা এই আন্দোলনের প্রাণস্পৃহাটি ধরতে পারছেন বলে মনে হয় না। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন বর্তমান সরকারের এবং খোদ সরকারপ্রণালীর দেউলিয়াত্বটিকে অসম্ভব শাদামাটাভাবে উন্মোচন করে দিয়েছেন।

সমস্যাটা অবশ্যই রাষ্ট্রের, অবশ্যই সিস্টেমের। তা তো বটেই—কিন্তু সমস্যাটা সরকারেরও। রাষ্ট্র তো সরকার দিয়েই চলে। রাষ্ট্র কোনো হাওয়াই মেশিন নয়, প্রাকৃতিক পদ্ধতি নয়। সরকার-প্রণালীই তার সব চেয়ে সুস্পষ্ট রকমের দৃশ্যমান রূপ। বর্তমান সরকার দিয়ে আজকের জরাজীর্ণ রাষ্ট্রপ্রণালীটি চলছে সত্যিকারের গণম্যান্ডেট ছাড়া। আজ নয় বছর। বিদ্যমান রাষ্ট্রের সম্মান, সম্পদ ও কাঠামোটিকে ঝুরঝুরে করে ফেলেছে এই সরকার।

অবশ্যই 'রেজিম চেঞ্জ' আমার ফোকাস নয়। 'সিস্টেম চেঞ্জ'ই আমার ফোকাস। আমি জানি, আমার ধারণা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরাও জানেন, এই 'সিস্টেম' বজায় রেখে শাসক-প্রভু চেঞ্জ করে আমাদের একবিন্দুও লাভ নাই। শাসক হিসেবে অন্য প্রভুকে (জামাত-বিএনপি ইত্যাদি) গদিতে বসিয়ে লাভ কী? জামাত-বিএনপি-হেফাজতও তো এই সিস্টেমেরই রচয়িতা, এই সিস্টেমেরই পয়দা। তাঁরা ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতির এক চিমটিও উন্নতি ঘটবে না। সম্ভবত আরও অবনতি ঘটবে বরং।

তাই সরকারপ্রণালীর দুর্বলতা নিয়েও কথা বলতে হবে বৈকি। এটা খোদ গভর্ন্যান্সের সমস্যা। খোদ রাষ্ট্র-সরকার-প্রণালীরই সমস্যা। রেজিম চেঞ্জ করে এই সমস্যা মিটবে না। মোদ্দা কথা হলো, সরকার যাঁরাই চালান, তাঁদেরকে আমাদের বলতে হবে যে: উপযুক্ত, গ্রহণযোগ্য, যথাসম্ভব-গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার চালাতে হবে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জনসাধারণকে সম্মান করে চলতে হবে। তালুকদারি, জমিদারির অ্যাটিচিউড পরিহার করতে হবে। মিডিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে। মানুষকে কথা বলতে দিতে হবে। কথার কথা নয়, আইনকে সবার জন্য সমান

করতে হবে সত্যিকার অর্থেই। কোনো প্রকার দমনপীড়নের দিকে যাওয়া যাবে না। আমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, আদিতে রাষ্ট্র কোনো দমনমূলক প্রতিষ্ঠান নয়; আদিতে রাষ্ট্র একটা সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানই বটে।[৬] রাষ্ট্রের কল্যাণরূপটাই আমাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। বারবার।

রাজা আছে নীতি নাই, নেতা চোদার টাইম নাই

শিক্ষার্থীদের এই 'সিস্টেম বদলাও' আন্দোলনের খুঁত ধরার চেষ্টা সুতরাং শুরু থেকেই সরকারপক্ষের ছিল। সাথে আল্লা জানে কী বুঝে জ্বালানী জোগালেন, এক শ্রেণীর তথাকথিত সুশীল রুচির মানুষ। গেল গেল রব তুলে তাঁরা বললেন, তাই বলে স্লোগানে স্ল্যাং! প্রকাশ্য দিবালোকে! দলবদ্ধভাবে!! ছেলে-ছেলে এবং মেয়ে-ছেলে মিলে!!! কিন্তু যাপনে আমাদের স্ল্যাং তো চিরকালই আছে, গালি দেওয়া অর্থে। আন্দোলনে গালির ব্যবহারও নতুন কিছু না। বরাবরই ছিল। আশি-নব্বইয়ের সামরিকতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে ছিল। মুক্তিযুদ্ধেও পাকিস্তানি সৈন্যদের নামে 'অকথ্য' স্ল্যাং চলত উপযুক্ত পরিস্থিতিতে। মাহমুদুল হকের উপন্যাসে দেখেছি। সেগুলোও ছিল গালিই।

জীবনে ক্রোধ প্রকাশে, শোক প্রশমনে গালির ভূমিকা আছে। কিন্তু তার চে বড় কথা, আলাদা একটা 'ভাষা' বা 'ডায়ালেক্ট' (অন্তত আংশিক অর্থে) হিসেবেও গালির প্রচলন ছিল, আছে। তথাকথিত 'অশিক্ষিত', গরিব, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে স্ল্যাং জাতীয় 'নোংরা' শব্দ তাঁদের ভাষার স্বাভাবিক অংশ হিসেবেই প্রচলিত। একে তাঁরা নোংরা বলে ভাবেনই না। পুরান ঢাকার বুলিতে স্ল্যাং

---

[৬] "রাষ্ট্রের একটা দিক হলো তার লালন-পালন-সৃজনের আর্থসামাজিক সত্তা; আর রাষ্ট্রের অপর দিক হলো হত্যা-বলপ্রয়োগ-লুটপাটের রাক্ষস-রাজনৈতিক-শাসনমূলক সত্তা।" (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩: ২৬৩) রাষ্ট্রের লালন-পালন-সৃজনের আর্থসামাজিক সত্তাটিই আদিসত্তা।

মার্কা শব্দ নিতান্তই তীব্রতা বোঝায়। মাহমুদুল হকের বিশেষ করে "অনুর পাঠশালাতে" দেখা যাবে সমাজের নিচের তলার বাচ্চাদের মুখের নরম্যাল ভাষা হিসেবে স্ল্যাং-এর শক্তি ও সৌন্দর্য।

সুশীল রুচির ফেসবুক-চাকুরিজীবীরা যাকে বলেন স্ল্যাং, সেটাও যে মানুষেরই ভাষা তা অনেকেরই মনে থাকছে না। মানুষের তাজা ভাষার অর্থ উপলব্ধি করার স্বাভাবিক চেষ্টাটুকুও দেখা যাচ্ছে না তথাকথিত এইসব ভদ্রলোকদের মধ্যে। এঁরা আসলে মতলববাজ। অধিকন্তু নিজেদেরকে এঁরা অভিজাত, পরিশীলিত, ভদ্র, শ্লীল রুচির মানুষ হিসেবেও জাহির করেন। রুচিবোধের এই শ্রেণীকরণ-ধারণা ওরফে সুশীল-সংজ্ঞার গোড়ায় আছে বিশেষ এক যৌন-কপটতা। লোকদেখানো রুচিওয়ালারা ছলে-বলে-কৌশলে বোঝাতে চান যে, যৌনতা এমন একটা জিনিস যা নিষিদ্ধ, গোপন, নোংরা, অপবিত্র, অনাকাঙ্ক্ষিত, ক্ষতিকর, দূষণীয়, আলোচনা-অযোগ্য, প্রকাশ-অযোগ্য, অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব, ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এমন একটা ভাব তাঁরা সারাক্ষণ জারি রাখেন যেন তাঁরা যৌনতা জানেনই না। উচ্চারণ না করেও বলেন তাঁরা, "কই! আমরা তো যৌনতা করি না! করলেও অত্যন্ত গোপনে, দম আটকে রেখে করি, ফিসফিস করে করি। আমরা তো যৌন কথা বলি না! বললেও ...।" এই যৌন-কপটতাই সুশীল রুচিবোধের আদি ভিত্তি। এই কপটতা থেকেই আসে সন্তানধারণ, সন্তান-প্রতিপালন, উত্তরাধিকার ও পরিবার-প্রথা সংক্রান্ত নানান কপটতা। আন্দোলন, রাজনীতি অথবা সরকার ও রাষ্ট্রীয় নানান সমাচারে পড়ে তার ছাপ। সত্যিকারের নতুন প্রজন্মের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের এই যৌনকপটতা নাই। যৌনতাকে তারা স্বাভাবিক চোখে দেখতে শুরু করেছে। সেই কারণেই 'চোদাচুদি'র শ্লীলতা-অশ্লীলতার কূট-তর্ক-কূট-নীতি উপেক্ষা করে অবলীলায় তারা চিৎকার করে বলতে পারছে, "রাজা আছে নীতি নাই / নেতা চোদার টাইম নাই"। স্ল্যাং তো 'মাতৃভাষা'। কামে-ঘামে জন্ম নেওয়া তাজা মানুষের তাজা ভাষা। অকপট ভাষা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অশ্লীলতার মামলা পুরাতন। সমরেশ বসুর *প্রজাপতি* উপন্যাস নিয়ে রীতিমতো কোর্টকাচারি করেছিলেন। কাজ হয় নি। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু অশ্লীলতার সপক্ষে কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন সাহিত্যের সাক্ষী হয়ে। আজকের বাংলাদেশে জাতীয় অধ্যাপকেরা কিংবা ঢাবির "বঙ্গবন্ধু চেয়ার" পাওয়া কথাসাহিত্যিকেরা অশ্লীলতা নিয়ে কথা ওঠার আগেই নিখোঁজ হয়ে যান। কপটতা তাঁদের মজ্জাগত। খোদ বাংলাদেশের বাংলা কবিতায়ও তো স্ল্যাং বিরল পদার্থ নয়। পড়ুন রফিক আজাদ— "ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাব"। পড়ুন হেলাল হাফিজ — "আমিও গ্রামের পোলা চুতমারানি গাইল দিতে জানি"। দৃষ্টান্ত দিয়ে ফুরানো যাবে না। অথবা ধরুন, ডি এইচ লরেন্সের *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* নিয়ে ভদ্রতামারানি কপটদের চিল্লাচিল্লিতে কাজ হয় নি কোনো। মহৎ উপন্যাস হয়ে টিকে আছে তা। টিকে আছে আরো অজস্র 'অশ্লীল' সাহিত্য। বিশ্ব জুড়ে।

সর্বদলীয় সহিংসতা-টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন সরকার

সর্বশেষ যা জানা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ অহিংস, শান্তিপূর্ণ, গঠনমূলক ও দৃষ্টান্তমূলক "নিরাপদ সড়ক চাই" আন্দোলনের জবাবে গতকাল (৪ঠা আগস্ট) ঢাকায় জিগাতলা, ধানমণ্ডি এলাকায়, অন্যত্রও, তাঁদের ওপর সরকারপক্ষের পেটোয়া বাহিনী পুলিশের সাথে যৌথভাবে এক তরফা হামলা চালিয়ে তাঁদেরকে রক্তাক্ত করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ-মাধ্যমে এর খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। সরকার এসব হামলা বন্ধ না করে, হামলাকারীদের বিচারের আওতায় না এনে উল্টো বরং হামলার শিকার শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা করার পথ নিয়েছে এবং সারাদেশের মোবাইল-ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে।

সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলকে বুঝতে হবে, সাধারণ মানুষের সভা-সমিতি-আন্দোলন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে

দমনপীড়নের পথ কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সন্তানসম আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এইসব বিভীষিকাপূর্ণ হামলার পথ থেকে সরকারি মহলকে সরে আসতে হবে। আহত শিক্ষার্থীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা চলবে না। ইতোমধ্যে দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে। হামলায় অংশগ্রহণকারী সরকারী পেটোয়া বাহিনীগুলোর দুর্বৃত্তদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবিসমূহের দৃশ্যমান বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে সরকারি সহিংসতার ফাঁদ। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন শুরু থেকেই সম্পূর্ণ অহিংস। কিন্তু আওয়ামীলীগ-বিএনপি মার্কা চেতনাওয়ালারা হিংসা ছাড়া বোঝেন না কিছুই। তাঁরা চান মারামারি। তাঁরা চান শিক্ষার্থীরা মারামারি করুক এবং মরুক। অহিংসার শক্তি কোথায় সেটা তাঁরা জানেন না। জনসাধারণের অহিংসা শাসকের হিংসাকে অসহায় করে দেয়। তখন তাঁদের হিংসার সপক্ষে সামান্যতম বৈধতা থাকে না। শাসকেরা আরও আরও বেশি সামাজিক বৈধতাশূন্য হতে থাকে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। মনে রাখতে হবে, এখনও এই সরকারপ্রণালীর সপক্ষে পুরাতন পৃথিবীর ডাইনোসরদের বেশ একটা অংশের সমর্থন রয়েছে। তাঁরা সব বিএনপি-জামাতের ফিরে আসার জুজুকে ব্যবহার করে সরকারের সমস্ত অবৈধ কাজকে মৌন এবং সরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের শেষভাগের জনবিচ্ছিন্ন অ্যানার্কিস্টদের মতোই, জামাত-শিবিরের অতিবিপ্লবীরা জনবিচ্ছিন্ন ককটেল আর পেট্রোল বোমার বড়াই দেখিয়ে সরকারকে সহিংস ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার বিশাল বৈধতা জোগান দিয়েছে। এই সরকার সেরকম বৈধতা আরও চান। যেকোনো রকমের, যেকোনো মাত্রার সহিংস পন্থা গ্রহণে এই সরকার এক মুহূর্ত দ্বিধা করবে না। এরকম একচেটিয়া জুলুমতন্ত্রকে

মোকাবেলা করার পথ হচ্ছে অংহিস প্রতিরোধ। অহিংস পথে আপনার আশু বিজয় নাও আসতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটা আজকে জয়পরাজয়ের না। প্রশ্ন মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধারের। বিশাল জনগোষ্ঠীর মানুষ অহিংস প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করলে আমরা ফিরে পাব মনুষ্যগুণ—ভালোবাসা, সংহতি, পারস্পরিক আস্থা। আমরা ফিরে পাব আত্মশক্তি, সমাজশক্তি। দাঁতনখ তো পশুরও আছে। পাশবিক পন্থায় পশুত্বকে মোকাবেলা করা যায় না। পশুর সাথে পাশবিক লড়াইয়ে একমাত্র চরিত্র হিসেবে জেগে ওঠে খোদ পশুত্ব।

কোনো প্রকার সহিংসতার ফাঁদে কেউ পা দেবেন না। মনে রাখতে হবে, সর্বপ্রকার সহিংসতার সর্বদলীয় টুর্নামেন্টে আরও সব উঁচু মাপের দুর্বৃত্তকে পেছনে ফেলে রীতিমতো 'চ্যাম্পিয়ন' হয়েই আজকের শাসকেরা ক্ষমতায় বসেছে। সহিংসতা দিয়ে তাকে মোকাবেলা করা যাবে না। সেই পথ আত্মহত্যার পথ।

ইনফরমেশন ব্ল্যাক-আউট, গুজবের প্রোপাগান্ডা

আর আছে গুজব, গুজব, গুজব। আন্দোলনকে এক্সপ্লয়েট করার, স্যাবোটাজ করার, নানা রকম তরিকা। যেমন বিগত নির্বাচনের আগে-পরে বিএনপি-জামাতিদের ককটেল ও পেট্রোল-বোমার সহিংসতা ছিল মূর্তিমান আকাম। আজকে এখন তাঁরা আর নিজেরা আন্দোলন করতে পারেন না, অন্যের আন্দোলনে ঢুকে সেটাকে 'এক্সপ্লয়েট' করার চেষ্টা করেন। অথর্ব আহাম্মকের মতো নিজেদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানহীন, অর্থহীন, ফোনালাপ করেন 'গোপনে'। বলতে থাকেন— লোক নামায় দেও, তোমরা এসবের মধ্যে লোক নামায় দেও। যাঁকে বলা হয়, তাঁর তো ওদিকে ছেড়ে দে বাপ কেঁদে বাঁচি অবস্থা। লোক উনি পাবেন কোথায়? থাকলে তো! তাঁরও লোক নাই, তাঁর নেতারও লোক নাই। পুরোটাই অর্থহীন প্রলাপ। শুনলেই বোঝা যায়। তার চে তাঁরা বরং ঘরে বসে বসে 'ট্রল' বানাতে থাকেন না! সেটাই তো সুন্দর! "যত্তসব রাবিশ"! আর সেই ফোনালাপ মার্কেটে

ছাড়েন আল্লা মালুম কোন-না-কোন সংস্থার লোকেরা। তারপর, শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচার হামলাকারীরা ছড়াতে থাকেন গুজবের প্রোপাগান্ডা—আন্দোলনে শিবির ঢুকে গেছে!! আর সেই গুজবের উসিলায় তাঁরা হামলা চালাতে থাকেন। রক্তাক্ত করতে থাকেন। আমাদের সন্তানসম শিক্ষার্থীদের।

গতকাল আর আজকের [৪ঠা এবং ৫ই আগস্ট, ২০১৮] যে গুজবে গিজগিজ হয়ে আছে গোটা দেশ তার পুরো পরিবেশ-পাটাতনটাই তৈরী হতে পেরেছে সরকারপক্ষের লাগাতার হামলা, আচমকা বিনা-নোটিশে ইন্টারনেট অকার্যকর করে দেওয়া, হামলার এলাকাগুলোতে সাংবাদিকদেরকে ঢুকতে না-দেওয়া, এবং সেইসব এলাকায় মোবাইল-হাতে লোক দেখলেই ভিডিও করছে বা ছবি তুলছে সন্দেহে পাইকারি হারে মারপিট করার কারণে। বায়ু চলাচলের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, গুজব ছড়ায়।

যাঁরা ইতিবাচক কাজের তাড়না পান না। দর্শক হয়ে টিভির সামনে, ফেসবুকে, গ্যালারিতে বসে থাকতে চান, সেইসব নিষ্ক্রিয় লোকেরা ঘরে বসে গুজব ছড়াচ্ছেন। আরও গুজব ছড়াচ্ছে জামাত-শিবির-বিএনপি-র প্রেতাত্মারা। এঁরা সব ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে শিক্ষার্থীদের রক্তের ভেলায় ভেসে ভেসে। এরা ভুলে গেছে, "গতযুগ ফিরে আসে না"। নিজেরা সর্বপ্রকার সহিংসতায় ব্যর্থ হয়ে আজ এসেছেন নতুন করে হিংসার গুজব ছড়াতে। গুজব ছড়াচ্ছে সরকারি মহলও। সরকারি মহলের তরফে গুজবের গুজব ছড়িয়ে এখন আরও বেশি করে দমনপীড়নের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে।

যিনি জানেন এরকম সংকটের কালে কী করতে হয়, তিনি কাজে নামবেন। গুজবের দোলনায় দুলে দুলে আরাম করার টাইম তাঁর নাই। গুজবের স্রোতে তিনি গা ভাসানোর মিথ্যাসুখে তিনি ভাসবেন না। তিনি সাঁতার কাটবেন স্রোতের বিপরীতে। অভ্যাসের বিপরীতে। অভ্যাসের বিপরীতে। তিনি সঠিক যোগাযোগ-নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবেন। সংহতির বন্ধুচক্র গড়ে তুলবেন। প্রস্তুতি নেবেন।

আসন্ন সুদীর্ঘ রাত্রির রসদ জমা করার। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশকে আমরা হারতে দেব না কিছুতেই।

আদি রচনা: ৩রা আগস্ট ২০১৮
সংযোজন ও পরিমার্জনা: ৫ই আগস্ট ২০১৮ বেলা ১২টা

হদিস

Amster, Randall (2012). *Anarchism Today*. California: Praeger.

Brigati, A.J. (ed.) (2004), *The Voltairine de Cleyre Reader*, California: AK Press.

Graeber, David (2009). *Direct Action: An Ethnography*. Edinburgh: AK Press.

Makhno, Nestor et al (1926), "Organisational Platform of the General Union of Anarchists", in *Delo Truda*, 20 June, published by the Group of Russian Anarchists Abroad (The "Delo Truda" group). Revised English translation in an electronic edition by the Nestor Makhno Archive was published in 2006.

Malatesta, Errico (1927), "A Project Of Anarchist Organisation", *Il Risveglio* (Geneva), October, in Malatesta (1995).

Malatesta, Errico (1995). *The Anarchist Revolution: Polemical Articles 1924-1931*. Edited and introduced by Vernon Richards. London: Freedom Press.

Martin Luther King, Jr. (2011). *Why We Can't Wait*. Boston: Beacon Press.

Shantz, Jeff (2009). *Living Anarchy: Theory and Practice in Anarchist Movements*. Washington, DC: Academica Press.

Voltairine de Cleyre (1912), "Direct Action", a lecture delivered in Chicago January in 1912, originally published from New York by the Mother Earth Publishing Association in 1912), later compiled in Brigati, 2004: 47-61.

সেলিম রেজা নিউটন (২০১১), "নৈরাজ্য, নীতিবোধ, রাজনীতি", ফেসবুক-

নোট, মঙ্গলবার, ৮ই নভেম্বর, বেলা ১২:৪৯। ইন্টারনেট আর্কাইভ লিঙ্ক।

সেলিম রেজা নিউটন (২০১৩)। *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়নতা প্রসঙ্গে* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন (২০১৫)। *অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।